Paragraph on International Mother Language Day 21st February in 250 words for SSC (Class 9-10)

International Mother Language Day holds profound meaning for the people of Bangladesh. What first began as 'Language Martyrs' Day' to commemorate the Bengali language movement activists killed on February 21, 1952, later became recognized globally as International Mother Language Day on November 17, 1999 by UNESCO. This poignant day is now honored worldwide as a celebration of linguistic diversity and a recognition of the importance of native languages.

In Bangladesh, International Mother Language Day remains a solemn national day of mourning even as the rest of the world marks it as a tribute to mother tongues. It serves as a stark reminder of the sacrifices made by Rafiq, Barkat, Salam, Jabbar, and other young Bengalis who were gunned down for defying the linguistic oppression of the Pakistani government and asserting the right to speak their native language. On this day, people across the country pay homage at the Shaheed Minar monument where the fallen language activists laid wreaths, offer flowers, and stand in solemn silence.

The national commemoration is marked by the attendance of the President, Prime Minister, and other high-ranking officials at various memorial programs. Special newspaper supplements and television and radio broadcasts underscore the day's significance. Prayers are held in places of worship for the martyrs’ salvation. International Mother Language Day inspires Bangladeshis to preserve and promote their native language. It serves as a solemn reminder that freedom often comes at a very steep price. The sacrifices of the language movement activists shall never be forgotten as long as Bangladeshis take pride in their mother tongue.

দশম শ্রেণি / এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ২৫০ শব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্যারাগ্রাফ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশের মানুষের জন্য গভীর অর্থ বহন করে। 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারিতে নিহত বাংলা ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের স্মরণে প্রথমে 'ভাষা শহীদ দিবস' হিসাবে যা শুরু হয়েছিল, পরে ইউনেস্কো কর্তৃক 17 নভেম্বর, 1999 তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়। এই মর্মস্পর্শী দিনটি এখন ভাষাগত বৈচিত্র্যের উদযাপন এবং স্থানীয় ভাষার গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসাবে বিশ্বব্যাপী সম্মানিত।

বাংলাদেশে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি একটি গৌরবময় জাতীয় শোকের দিন হিসাবে রয়ে গেছে এমনকি বিশ্বের অন্যান্য দেশ এটিকে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা হিসাবে চিহ্নিত করে। এটি রফিক, বরকত, সালাম, জব্বার এবং অন্যান্য তরুণ বাঙালিদের ত্যাগের একটি প্রখর অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যারা পাকিস্তান সরকারের ভাষাগত নিপীড়নকে অস্বীকার করার জন্য এবং তাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এই দিনে, সারাদেশের মানুষ শহীদ মিনার স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যেখানে পতিত ভাষা আন্দোলনকারীরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে, ফুল দেয় এবং গভীর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিভিন্ন স্মৃতিসৌধের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে জাতীয় স্মৃতিচিহ্ন চিহ্নিত করা হয়। বিশেষ সংবাদপত্রের পরিপূরক এবং টেলিভিশন ও রেডিও সম্প্রচার দিবসের তাৎপর্যকে অন্ডারস্কোর করে। উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশীদের তাদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও প্রচারে অনুপ্রাণিত করে। এটি একটি গৌরবময় অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে স্বাধীনতা প্রায়শই খুব উচ্চ মূল্যে আসে। যতদিন বাংলাদেশিরা তাদের মাতৃভাষা নিয়ে গর্ব করবে ততদিন ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের আত্মত্যাগ কখনই বিস্মৃত হবে না।